রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ (Nature of Political Philosophy)

এককথায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে সকল বিষয়ের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করে, তারই একটি আদর্শগত আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা বলা যেতে পারে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'রাজনৈতিক মতবাদ' বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছে 'রাষ্ট্রদর্শন'। আমরা আগেই যেমন জেনেছি সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব যেমন সমাজদর্শন থেকে ভিন্ন, ঠিক একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও রাষ্ট্রদর্শন থেকে ভিন্ন। অনেকে অবশ্য মনে করেন রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই অর্ন্তভূক্ত বিষয়মাত্র।

তত্ত্বগত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণই রাষ্ট্রদর্শনের উদ্দেশ্য। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের উদ্ভব, , বিবর্তন, কার্যাবলী, প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যেই রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনার পরিধি। রাষ্ট্র ও তার মৌলিক সমস্যাদি সম্পর্কিত রাষ্ট্রদর্শনের এই আলোচনা মূল্যবোধযুক্ত ও উদ্দেশ্যমূলক। তাছাড়া রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা ভাবভিত্তিক। এই আলোচনায় ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিষয়ও চলে আসে। রাষ্ট্রের প্রকৃতির ভালো-মন্দের দিক, রাষ্ট্রের কি করা উচিত আর কি কার উচিত নয়, নীতিশাস্ত্রের মত এইরকম নির্দেশমূলক আলোচনাও রাষ্ট্রদর্শন করে থাকে।

গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামীরা রাজনৈতিক জীবনের কোন বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কতকগুলি পূর্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হতেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ মূল্যবোধ নির্ধারণ করে, সেই মূল্যবোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, আইন, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সর্বজনীন নীতি নির্ধারণ করাই হল রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই জন্যই রাষ্ট্রদর্শনকে আদর্শ স্থাপনকারী বলা হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদর্শনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ ১) রাষ্ট্রদর্শনের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের বিচার-বিশ্লষণের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টভঙ্গী অনুসরণ করা হয়; ২) অবরোহমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রদর্শন বিশেষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; ৩) রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও ধারণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদর্শনের আবদান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সীমিতভাবে হলেও রাষ্ট্রদর্শন রাজনীতির স্বরূপ এবং মানবজীবনে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক র‍্যাফেল কিন্তু রাষ্ট্রদর্শনকে কেবলমাত্র আদর্শবাদ হিসাবে স্বীকার করতে চান না। তাঁর মতানুসারে রাষ্ট্রদর্শন সমাজদর্শনেরই অঙ্গীভূত। কারণ মানুষের রাজনৈতিক জীবন সমাজজীবনের অংশবিশেষ। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শন সমাজদর্শনেরই অংশবিশেষ। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শন সমাজদর্শনেরই অর্ন্তভূক্ত। কারণ সমাজজীবনের একটি অংশ হল রাজনৈতিক জীবন। র‍্যাফেলের মতানুসারে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন হল দর্শনেরই একটি শাখা।

এই প্রসঙ্গে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কেবল আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্রই অঙ্কন করেন নি, পরন্তু সেই আদর্শের বিচারে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতির নির্দেশ করেছেন এবং সেই আদর্শ প্রত্যয়গুলিকে, যথা ন্যায়ের, কল্যাণের প্রত্যয়গুলিকে উপলব্ধি করতে মানুষকে উদ্বোধিত করেছেন। কাজে কাজেই র‍্যাফেলের মতে, গতানুগতিক মতামত অনুসরণ করে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনকে নিছক 'আদর্শনিষ্ঠ'-রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের পার্থক্যকে র‍্যাফেল এভাবে বলেছেন - সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, আর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়। বিষয়টিকে র‍্যাফেল নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে দর্শনেরই একটি শাখা - সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাই হচ্ছে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন। দর্শনের দুটি প্রধান কাজ হল - ক) বিশ্বাসের যৌক্তকতা প্রদর্শন ও তার মূল্যায়ন এবং খ) বিশ্বাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ।

ক) সাধারণ মানুষ যে সকল বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করে, দর্শনের কাজ হল সেই সকল বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার করে তাদের গ্রহণ বা বর্জন করা। র‍্যাফেল বলেন যে, এখানেই বৈজ্ঞানিক আলোচনার সাথে দার্শনিক আলোচনার প্রধান পার্থক্য। 'বিজ্ঞান ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চায়, আর দর্শন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করতে চায়।'

বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শনের কাজ তথ্য অনুসন্ধান নয়, দর্শনের কাজ হল বিশ্বাসের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ। দর্শন যখন কোন বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন সেই বিশ্বাসটির সঙ্গে তথ্যের মিল আছে কি-না তা নির্ধারণ করতে চায় না; দর্শন কেবল এটাই নির্ধারণ করতে চায় যে আলোচ্য বিশ্বাসটির সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গতি আছে অথবা নাই। প্রচলিত কোন বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের মনে যখন সংশয় দেখা দেয় এবং বিশ্বাসটির বিরোধী কোন বিশ্বাস মানুষের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে, দর্শন তখন প্রচলিত বিশ্বাসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাকে গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে, অথবা বিশ্বাসটির সংস্কার সাধন করে তাকে কালপযোগী করে। যেমন ডারউইনের বিজ্ঞানভিত্তিক বিবর্তনবাদ যখন বাইবেলে বর্ণিত ও প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধীরূপে দেখা দেয়, দর্শন তখন বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক ধর্মীয় বিশ্বসটিকে বাতিল করে বিবর্তনবাদকে যুক্তিযুক্তরূপে গ্রহণ করে।

একইভাবে, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনেও প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলি যেমন ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসগুলি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর কি-না তা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। দেশভেদে ও কালভেদে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি ধারণাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখে সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক ঐ সবের সাবেকী ও প্রচলিত ধারণাগুলিকে অকেজো রূপে বাতিল করেন অথবা তাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগীরূপে সংশোধন করেন।

খ) দর্শনের ন্যায় সমাজদর্শনের ও রাষ্ট্রদর্শনেরও লক্ষ্য হল, প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ। জড়, মন, দেশ, কাল প্রভৃতি অতিব্যাপক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে যেমন তাদের কেন্দ্র করে দর্শনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, তেমনি সমাজ, কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলিও স্পষ্টার্থক নয় বলে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে তাদের কেন্দ্র করে অনেক জটিল সমস্যার উৎপত্তি হয়। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এসব প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। রাষ্ট্রদার্শনিক যখন গণতন্ত্রের আলোচনা করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য হল, প্রত্যয়টির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা ও প্রত্যয়টির উৎকর্ষ সাধন করে তাকে যুগপযোগী করা।

কাজেই বলা যেতে পারে যে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ কোন সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, আর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের মূল্যায়ন করা হয় এবং ঐ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ